গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ভবন
১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

স্মারক নং- ৩৪.০১.০০০০.০৪০.৩৭.১৩-২০২২-২৫ তারিখঃ ১০-০৪-২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ **'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব ২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করণ বিষয়ক নির্দেশনা।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, 'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব ২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৮ বিভাগের ৬৪টি জেলার উপজেলা পর্যায়ে ২১ টি আইসিটি মোবাইল প্রশিক্ষণ ভ্যান/মিনিবাসে করে ২ (দুই) মাস মেয়াদী কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। চলমান প্রকল্পের আওতায় আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানের (মিনিবাস) মাধ্যমে পশ্চাৎপদ গ্রামীণ জনপদে এবং বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও চর এলাকার পিছিয়ে পড়া যুবদের দোরগোড়ায় তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রকল্পের মেয়াদে (জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত) মোট ১২৮৮০ জন যুবক ও যুব নারীকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কম্পিউটার ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

আগামী মে/২০২২ হতে ৭টি জেলার ৭টি উপজেলায় (৭টি উপজেলার তালিকা নির্বাচন করে সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ করা হবে) ৭টি মোবাইল প্রশিক্ষণ ভ্যানে/মিনিবাসের মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হবে। পরবর্তীতে আরো ১৪টি মোবাইল প্রশিক্ষণ ভ্যান (মিনিবাস) ক্রয় করে অন্যান্য জেলার প্রত্যন্ত উপজেলায় এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে শুরু করা হবে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠ ও কার্যকরভাবে করার জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক কার্যাবলী সম্পাদন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলোঃ-

০১। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ মেয়াদ কাল ২ মাস। নুন্যতম ৪৪টি কার্য দিবস প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে। প্রশিক্ষণে ২ শিফ্টে প্রতিটি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন। ১ম শিফ্ট প্রতিদিন সকাল ৯.০০ হতে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত ২০ জন এবং ০২ শিফ্ট দুপুর ১.৩০ টা হতে ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত ২০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। প্রশিক্ষণ ভ্যানের ধারণক্ষমতানুসারে শিফ্ট পুনঃবিন্যাস করা যাবে। প্রতি ব্যাচে যুবক ও যুব নারীর সংখ্যার অনুপাত ১:১ অর্থ্যাৎ প্রতি ব্যাচে ২০ জন যুবক ও ২০ জন যুব নারী থাকবে। কোথাও ৫০% যুব নারী পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে যুবকদের দ্বারা কোটা পুরণ করা হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে এইচ. এস. সি পাশ যুবক ও এস. এস. সি পাশ যুব নারী এবং বয়সসীমা হবে ১৮-৩৫ বছর।

০২। ব্যাচ শুরুর নূন্যতম ১ (এক) মাস পূর্বে স্থানীয়ভাবে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রদান ও বহুল প্রচার করে ৩নং অনুঃ বর্ণিত কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদন পত্র যথাযথভাবে যাচাই পূর্বক প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করে **(৫জন যুব ও ৫জন যুব নারীর অপেক্ষমানসহ)** ব্যাচ ভিত্তিক তালিকা প্রশিক্ষণ শুরুর ১ সপ্তাহ পূর্বেই ই-মেইল ঠিকানা pdtecuybp2@gmail.com সফ্টকপি (PDF ও Word File) প্রেরণ করতে হবে। কোন ক্রমেই প্রশিক্ষণার্থীর কোটা খালী রাখা যাবে না। **প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত যুবদের ও প্রতিবন্ধী যুবদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।**

০৩। উপজেলা পর্যায়ে নিম্নোক্ত বাছাই কমিটির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করতে হবে।

ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
খ) প্রতিনিধি, উপপরিচালকের কার্যালয়, যুউঅ, সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য
গ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
খ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
ঙ) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

০৪। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন পত্র, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি যথাযথভাবে রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উহার হার্ডকপি ও সফ্টকপি (PDF ও Word File) এ প্রকল্পে ই-মেইল ঠিকানায় (pdtecuybp2@gmail.com) ব্যাচ শুরু করার ১ সপ্তাহ পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। **সংযুক্ত আবেদন ফরমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ আবেদন করবেন (কপি সংযুক্ত)।** প্রশিক্ষণগ্রহণকারীদের তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হবে।

০৫। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও রংপুর বিভাগে ৩টি করে এবং বরিশাল, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে ২টি করে আইসিটি মোবাইল প্রশিক্ষণ ভ্যান/মিনিবাস অবস্থান করবে। প্রশিক্ষণের চাহিদা ও যে কোন প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের অনুমোদক্রমে এক বিভাগের প্রশিক্ষণ ভ্যান/ মিনিবাস অন্য যে কোন বিভাগে স্থানান্তর করা যাবে।

০৬। প্রতিটি আইসিটি মোবাইল প্রশিক্ষণ ভ্যানে ১ (এক) জন করে প্রশিক্ষক, সহকারী প্রশিক্ষক, গাড়ী চালক ও ক্লিনার থাকবে যারা প্রশিক্ষণকালীন সংশ্লিষ্ট উপজেলা সদরে অবস্থান করবেন। উপজেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগক্রমে প্রশিক্ষণকালীন তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

০৭। প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে উপজেলাসমূহ নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত উপজেলাসমূহে প্রশিক্ষণের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে ন্যূনতম এক মাস পূর্বে পত্র প্রেরণ করা হবে। উপজেলা নির্বাচনে প্রত্যন্ত এলাকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

০৮। প্রশিক্ষণটি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুই ভাগে বিভক্ত থাকবে। মাসের প্রথম কর্মদিবসে প্রশিক্ষণ শুরু করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের পারফরমেন্স প্রতি সপ্তাহে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে। প্রশিক্ষণ মেয়াদের শেষ সপ্তাহে চূড়ান্ত পরীক্ষা নিতে হবে। সাপ্তাহিক ও চূড়ান্ত পরীক্ষার সমন্বিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের চূড়ান্ত পারফরমেন্স নির্ধারণ করতে হবে। চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশিক্ষণ সমাপনীর দিন সনদপত্র প্রদান করা হবে।

০৯। প্রকল্প হতে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কর্ম দিবসে জন প্রতি ২০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা/যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হবে। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের আপ্যায়নের জন্য প্রতি কর্ম দিবসে জনপ্রতি ১০০/- টাকা হারে ব্যয় করা যাবে।

১০। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ও সমাপনী দিনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রকল্প হতে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হবে।

১১। এ প্রকল্পের অধীন গৃহিত প্রশিক্ষণ "প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ" বিবেচনায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কার্যক্রমের আওতায় শর্তাদী পালন সাপেক্ষে প্রশিক্ষণার্থীগণ ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

১২। প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ মুল দায়িত্ব পালন করবেন। প্রকল্পের সাফল্য অনেকাংশেই উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সার্বিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করবে এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা প্রকল্পের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের জন্য স্থানীয়ভাবে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার, আবেদন পত্র গ্রহণ ও বাছাই কমিটির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করবেন। তিনি প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণে কোর্স কো-অডিনেটরের দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকের কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন।

১৩। সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকগণ তাঁদের জেলাধীন উপজেলাসমূহে প্রকল্পের কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করবেন এবং তদারকি করবেন। উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকগণ প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। উপপরিচালক তাঁর কার্যালয়ে প্রতি মাসে অনুষ্ঠেয় মাসিক সমন্বয় সভায় প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে পূর্ববর্তী মাসের প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১৪। প্রধান কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত সময়সূচী মোতাবেক পর্যায়ক্রমে প্রত্যাশী উপজেলায় এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রতিটি আইসিটি মোবাইল প্রশিক্ষণ ভ্যান/মিনিবাসে ১১টি অত্যাধুনিক ল্যাপটপ, ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১টি ইউপিএস, সার্বক্ষণিক পাওয়ার সাপ্লাই এর জন্য ১টি জেনারেটর ও ইন্টারনেট সুবিধাসহ আধুনিক প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি থাকবে। তাই আইসিটি মোবাইল প্রশিক্ষণ ভ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা

করতে হবে। অত্যাধুনিক আইসিটি সরঞ্জামাদি সমৃদ্ধ মোবাইল প্রশিক্ষণ ভ্যান/মিনিবাসটি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। রাত্রিকালিন ও ছুটির দিনে প্রশিক্ষণ ভ্যান/মিনিবাসটির যথাযথ নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের/উপজেলা প্রশাসন/পুলিশ ষ্টেশনের সাথে যোগাযোগ করে স্থানীয় থানার ভিতরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে প্রশিক্ষণ আয়োজন করার পাশাপাশি বহুল প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। উদ্বোধনী ও সমাপণী অনুষ্ঠানে এলাকার জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের উপস্থিতি, জেলা এবং উপজেলা সমন্বয় সভায় আলোচনা প্রকল্পের কার্যক্রম প্রচারে সহায়ক হবে।

১৫। বর্তমানে আধুনিক ব্যবস্থাপনা, গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন, গবেষণা, টেলিকমিউনিকেশন, ই-কর্মাস অনলাইন ব্যাংকিং, প্রিংটিং ইত্যাদি প্রায় সকল কার্যাদি কম্পিউটারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর মহামারীর সময়কালে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার সারা পৃথিবীর মানুষের জীবন যাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সহায়ক ভুমিকা পালন করেছে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় অন-লাইন ট্রেনিং, অন-লাইন শিক্ষা পদ্ধতি এবং ভার্চুয়ালী সভা সেমিনারের আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশের প্রায় ৬ (ছয়) কোটি যুবক ও যুব নারীকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে পরিণত করতঃ তাদেরকে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে পারলে তারা নিজেরা আত্মকর্মী হবে যা দেশের দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়ণ তথা উন্নত বাংলাদেশ গঠনে অবদান রাখবে এবং বর্তমান সরকারের অন্যতম উন্নয়ন কৌশল তথা মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগসহ সবার আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

এ বিষয়ে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের সদয় অনুমোদন রয়েছে।

সংযুক্তিঃ- আবেদন ফরম ১ (এক) পাতা।

২২/০৫/২০২২

(আব্দুল লতিফ মোল্লা)
(যুগ্মসচিব)
পরিচালক (পরিকল্পনা) ও
প্রকল্প পরিচালক (অঃদাঃ)
টেকাব ২য় পর্ব প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
ফোন ০২-২২৩৩৮০৭৬১।

উপপরিচালক
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
-------------------- (সকল) জেলা।

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থেঃ

০১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। যুগ্মসচিব সচিব (উন্নয়ন) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। পরিচালক/ প্রকল্প পরিচালক------------------------------(সকল), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪। জেলা প্রশাসক -------------------------------সকল জেলা।
০৫। পুলিশ সুপার ---------------------------------সকল জেলা।
০৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। উপসচিব (যুব-২), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ------------------ উপজেলা -------------- জেলা।
১২। কো অডিনেটর/ডেপুটি কোঅডিনেটর (সকল), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
১৩। প্রোগ্রামার, আইসিটি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা। তাঁকে পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৪। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা --------------------উপজেলা ------------------জেলা।
১৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৬। অফিস কপি।

টেকাব ২য় পর্ব প্রকল্পের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির আবেদন ফরম

ক্রমিক নং------

কোর্সের নামঃ কম্পিউটার বেসিক ও নেটওয়ারকিং বিষয়ক কোর্স

বরাবর
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
উপজেলাঃ----------
জেলাঃ---------- ।

বিষয়ঃ কম্পিউটার বেসিক ও নেটওয়ারকিং কোর্সে ভর্তির আবেদন।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মানপূর্বক সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী একজন বেকার যুবক। বিগত ------ তারিখে পত্রিকায়/স্থানীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় কম্পিউটার বেসিক ও নেটওয়ারকিং কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। আমার জীবনবৃত্তান্ত এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ নিম্নরূপঃ

০১	নাম (বাংলা)	ঃ	
	(ইংরেজী	ঃ	
০২	পিতার নাম (বাংলা)	ঃ	
	(ইংরেজী)	ঃ	
০৩	পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	ঃ	
০৪	মাতা নাম (বাংলা)	ঃ	
	ইংরেজী	ঃ	
০৫	মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	ঃ	
০৬	জন্ম তারিখ	ঃ	
০৭	বিজ্ঞপ্তি প্রদানের তারিখে বয়স	ঃ	
০৮	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	ঃ	
০৯	জন্ম নিবন্ধন নম্বর	ঃ	
১০	বর্তমান ঠিকানা	ঃ	
১১	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	
১২	সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পাশের সন	ঃ	
১৩	ধর্ম	ঃ	
১৪	জেন্ডার	ঃ	
১৫	মোবাইল নম্বর	ঃ	
১৬	Whats app mobile number	ঃ	
১৭	facebook ID (যদি থাকে)	ঃ	
১৮	ই-মেইল ঠিকানা	ঃ	
১৯	বিকল্প মোবাইল/যোগাযোগ নম্বর	ঃ	
২০	ইতঃপূর্বে গৃহীত প্রশিক্ষণ (যদি থাকে)	ঃ	

আবেদনের সাথে দাখিলকৃত কাগজাদি (টিক চিহ্ন দাও)ঃ

জাতীয় পরিচয়পত্র	জন্ম সনদ	নাগরিকত্ব সনদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদ

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, আমি একজন বেকার। ফরমে বর্ণিত সকল তথ্যাদি সঠিক। আমি প্রশিক্ষণের সকল নিয়মাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকব। অতএব, উপরোক্ত তথ্যাদি বিবেচনায় আমাকে কম্পিউটার বেসিক ও নেটওয়ারকিং কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণে সুযোগ দানে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদন
স্বাক্ষরঃ
নামঃ
তারিখঃ